রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৭, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.১৬৫—বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, ভাষাসৈনিক ও জাতীয় অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম গত ০৯ মে ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

২। ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩১ বৈশাখ ১৪২৫/১৪ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ৩১ বৈশাখ ১৪২৫ / ১৪ মে ২০১৮

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, ভাষাসৈনিক ও জাতীয় অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম গত ০৯ মে ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ১৯২৭ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব মুস্তাফা নূরউল ইসলাম কোলকাতায় ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ষাটের দশকের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, একষট্টি'র প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনসহ সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ডাকে 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' আন্দোলনে অবদান রাখেন। ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে পাকিস্তান সরকার তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দেয়।

ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সাংবাদিকতার মাধ্যমে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে তিনি অধ্যাপনায়ও যুক্ত হন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অনুষদ ডীন এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্য ও একাডেমিক কাউন্সিল-সদস্য ছিলেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক এবং জাতীয় জাদুঘরের চেয়ারম্যান হিসাবেও তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে পালন করেন।

অধ্যাপনা, গবেষণা ও সৃজনশীল লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্য ও শিল্পকলায় ড. নূরউল ইসলাম অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশত। তন্মধ্যে 'আবহমান বাংলা', 'আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ', 'মাতৃভাষার চেতনা ও ভাষা আন্দোলন', 'সমকালের নজরুল ইসলাম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত হন। তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ আরও অনেক পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ২০১১ সালে জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে সম্মাননা লাভ করেন।

ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-এর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। দেশ হারাল এক সৃজনশীল সাহিত্যপ্রেমী।

মন্ত্রিসভা বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, ভাষাসৈনিক ও জাতীয় অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd